কমিটি গঠন - পরিচালনা - প্রতিবন্ধী - লাইব্রেরী - যুব আন্দোলন - সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যাবলী - সমালোচনা।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সভা কর্তৃক স্যার জন সার্জেন্টের সভাপতিত্বে ভারতের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনার (Post-war Educational Development in India) জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্ট সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। স্যার জন সার্জেন্ট ভারত সরকারের তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি বড়লাটের অনুরোধে ওই কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে রিপোর্টের সময় পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সমাজ সেবা, বিদ্যার্থী মঙ্গল, বিদ্যালয় গৃহ, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষণ ও নিয়োগ, শিক্ষা বিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্মচারী নিয়োগ, বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষা, জাকির হোসেন কমিটির বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা, জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি (National Planning Committee) কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উপদেষ্টা সভা, খের কমিটির শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ, উড-এবট কমিটির রিপোর্ট প্রভৃতির গৃহীত নীতি ও প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচিত হয়। বস্তুত সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্ট একটি নূতন পরিকল্পনা নয়, বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যাপক ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং এভাবে আংশিককে জাতীয় পরিণত করাই এর মস্ত দান।

এই রিপোর্ট এক বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়ে রচিত।

(১) এই প্রথম ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনার আর্থিক সুপারিশগুলিকে জাতীয় প্রয়োজনের ন্যূনতম মান বলে দাবী করা হয়েছে।

(২) প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা তার উপর নূতন শিক্ষার কাঠামো স্থাপিত করা সম্ভব নয় বলে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হয়েছে।

(৩) নূতন ভাবধারায় স্থাপিত ও সার্বজনীন আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার খসড়া নেওয়া হয়েছে।

(৪) নিম্ন বুনিয়াদী বা প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ সার্বজনীন শিক্ষার প্রস্তাব করা হবে।

(৫) শিক্ষকের উন্নতি দ্বারা শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে।

(৬) বিদ্যালয়ের উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা হবে।

(৭) ধর্ম শিক্ষা, স্ত্রী পুরুষ ও জাতিধর্ম বিশেষহীন, শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অংশরূপে গৃহীত হবে।

(৮) শিক্ষা পরীক্ষা শাসন মুক্ত হবে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হবে।

এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণতার কাল চল্লিশ বছর বলে নির্ধারিত করা হয়েছে

- প্রথম পাঁচ বৎসর সার্জেন্ট রিপোর্টের প্রদর্শিত পথে পূর্ণতর পরিকল্পনার কাল আর সাতটি পঞ্চবার্ষিকীতে শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণতা প্রাপ্তি।

Programmes of Sargent's Report

- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ-

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে -

(১) শহর অঞ্চলে শিশুর সংখ্যাধিক্য বশতঃ পৃথক শিশু বিদ্যালয়ের (Nursery School) প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে, অন্যত্র নিম্ন বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত শিশু শ্রেণী থাকবে।

(২) শিশু বিদ্যালয়ে ও শিশু শ্রেণীগুলিতে সর্বদা শিক্ষণপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করতে হবে।

(৩) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে এবং বাধ্যতামূলক না হলেও বিশেষতঃ যে সব অঞ্চলে বসতবাটির অবস্থা স্বাস্থ্যপ্রদ নয় বা মায়েরা কাজ করতে বাইরে যান সে সব স্থানে যাতে অভিভাবকেরা স্বেচ্ছায় সন্তানদের শিশু শ্রেণীতে ভর্তি করেন, সে চেষ্টা করা হবে।

(৪) নিয়মিত লেখাপড়ার পরিবর্তে সামাজিকতার অভিজ্ঞতা এ সময়ের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে।

(৫) তিন থেকে ছয় বৎসর বয়সের দশ লক্ষ শিশুর জন্য প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে তার বাৎসরিক ব্যয় তিন কোটি আঠার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হবে বলে হিসেব করা হয়েছে।

ঃ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

(১) ছয় থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

(২) খের কমিটির নির্ধারিত পাঠ্যক্রমকেই প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ পাঠ্যক্রমরূপে গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

(৩) দু ভাগে বিভক্ত বুনিয়াদী শিক্ষার আর্দশকে গ্রহণ করে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতি স্বীকৃত হয়েছে।

(৪) বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাকে ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় শিল্পের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শিল্প নির্বাচনে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৫) অর্থনৈতিক দিকে বুনিয়াদী শিক্ষানীতির থেকে পার্থক্য ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষার ব্যয় যে শিশুর শিল্পকর্ম থেকে নির্বাহিত হতে পারে সে কথা স্বীকার করা হয় নি। লব্ধ অর্থ থেকে বাড়তি উপকরণ কেনা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হবে ছাত্রকে স্বকর্ম নিপুণ নাগরিকে পরিণত করা, ব্যয়ের দিকে স্বয়ং সম্পূর্ণতা নয়।

(৬) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থা ও বেতনের হারকে নিতান্ত অনুপযুক্ত বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সভার মতানুসারে এদের মানোন্নয়ন ও শিক্ষক নিয়োগের সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৭) ছেলেমেয়েদের পক্ষে মেয়েদের কাছে শিক্ষা পাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে শিক্ষণ প্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যানুপাত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

(৮) সার্বজনীন প্রাথমিক (৬-১৪) শিক্ষা পরিকল্পনা পূর্ণ অবস্থার সমুদয় ব্যয় বৎসরে দুই শত কোটি টাকা হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঁচ কোটি পনের লক্ষ ছাত্রের জন্য আঠার লক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে এবং তাদের সাধারণ বেতন ৩০ থেকে ৫০ টাকা ধার্য হবে।

ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের দ্বার মাত্র নয়। কিছু ধীসম্পন্ন ছাত্র এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নেবে বটে, কিন্তু অধিকাংশ যাতে সরাসরি কর্মোপযোগিতা লাভ করে তা হবে এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। আবার অনেকের জন্য মাধ্যমিকোত্তর স্তরে দুই তিন বৎসরের বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেবার ব্যবস্থা থাকবে।

(১) উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা ৬ বছর ব্যাপী হবে। প্রবেশের বয়স হবে সাধারনতঃ ১১ বৎসর। যারা উচ্চবুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে আসবে, ১৪ বৎসর বয়সে তারা নবম শ্রেণীতে ভর্তি হবে।

(২) উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময়ে প্রথমতঃ উপযোগী ক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রদের বেছে নেওয়া হবে। যারা নির্বাচিত হল না, তাদের সাধারণতঃ নিজ ব্যয়ে পড়বার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

(৩) নিম্নস্তর থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশের উচ্চবিদ্যালয়ের স্থান বাঞ্ছনীয়।

(৪) উপযুক্ত ছাত্র নির্বাচন বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং যারা অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বুদ্ধির বিকাশ দেখাবে তাদের বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

(৫) সুষ্ঠু সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যাতে কর্ম নিয়োগের উপযোগিতা সাধিত হয়, এজন্য

জ্ঞানিক ও শৈল্পিক দুই প্রকারের উচ্চবিদ্যালয় থাকবে। মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান (Domestic Science) সমন্বিত শাখা থাকবে।

(৬) শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্য সাধিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ বা পরীক্ষা পাশের উদ্দেশ্য যাতে প্রাধান্য না পায়, তার চেষ্ঠা করা হবে।

(৭) যাতে কোন উপযুক্ত ধীসম্পন্ন দরিদ্র ছাত্র শিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য প্রত্যেক স্তরে যথেষ্টভাবে অবৈতনিক পড়ানো, বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা থাকবে।

(৮) উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারী বেসরকারী সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সভার সুপারিশ অনুযায়ী বেতন দিতে হবে।

(৯) প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পুর্ণ হলে তার সাম্বৎসারিক ব্যয় ৫০ কোটি টাকা হবে।

(১০) উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার দুই শাখার মধ্যে 'একাডেমিক হাইস্কুল' বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ের এবং টেকনিক্যাল হাইস্কুলে ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হবে।

(১১) মধ্য বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা বিশেষত হবে না এবং উচ্চস্তরে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে 'মানবিক' বিষয় সমূহের শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে । মধ্য স্তরের শেষ পর্যন্ত শাখা থেকে শাখান্তরে যাবার পূর্ণ সুযোগ থাকবে। যে সব অঞ্চলে একটির বেশী উচ্চ বিদ্যালয় থাকবে না, সেখানে এ বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা হবে।

(১২) গ্রামাঞ্চলে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, ইংরাজী বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হবে।

(১৩) শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে মাতৃভাষা, হিন্দী বা আধুনিক ভারতীয় অন্য ভাষা, ইংরাজী, ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, চারুকলা, সঙ্গীত, শরীর চর্চা প্রভৃতি দুই প্রকারের স্কুলের মধ্যে সমান থাকবে। তাছাড়া জ্ঞানিক বিদ্যালয়ে প্রচীন ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয় সমূহের উপর জোর দেওয়া হবে।

(১৪) টেকনিক্যাল স্কুলে কাঠের কাজ বা ধাতুর কাজ, প্রাথমিক ইঞ্জিনীয়ারিং, যান্ত্রিক অঙ্কন প্রভৃতি শিল্প বিষয়, খাতা লেখা, রেখাক্ষরমালা, টাইপিং, অঙ্ক, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়, গ্রামাঞ্চলের জন্য কৃষি এবং মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান প্রভৃতি বৈকল্পিক ব্যবস্থা থাকবে।

ঃ বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ঃ

শিল্প, বাণিজ্য ও কলা শিক্ষার বিষয়ে উড - এবট কমিটির প্রস্তাবসমূহের দিকে দৃষ্টি রেখে যুদ্ধ পরবর্তী ভারতের শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বর্ধিত প্রয়োজন সাধনের জন্য আর্থিক শিক্ষায় নিপুণ ছাত্রদের সর্বস্তরের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১) প্রধান অধিকর্তা (Chief Executive) ও গবেষকের পদের উপযোগী ধীসম্পন্ন ছাত্রদের সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা দেওয়া হবে। এরা সাধারণ শৈল্পিক বিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কোন উচ্চ শিল্পালয়ের উচ্চতম শিক্ষালাভ করবে।

এর জন্য অত্যন্ত সাবধানে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রদের বেছে নেওয়া হবে।

(২) ফোরম্যান, চার্জম্যান প্রভৃতি নিম্নতর কারিগরী পদের উপযোগী শিক্ষাদান শৈল্পিক উচ্চবিদ্যালয়ের কাজ হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর কর্মে নিযুক্ত হওয়ার আগে বা পরে এদের বিশেষ ডিপ্লোমা নিতে হবে।

(৩) শৈল্পিক উচ্চ বিদ্যালয় বা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরবর্তী শিল্প বিদ্যালয়ের পাশ করা ছাত্রেরা নিপুণ শিল্পকর্মীর পদের উপযোগী বলে গণ্য হবে।

(৪) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত ছাত্রেরা অর্ধনিপুণ কর্মীর কাজ করবে।

শ্রমিকরা যাতে নিজের বিদ্যাবত্তা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি করে কর্মক্ষেত্রের স্তর থেকে স্তরান্তরে উন্নীত হতে পারে, তার জন্য শিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে অবসর কালীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে শিল্প শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার যোগ থাকবে।

সমুদয় শিল্প শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে আট কোটি টাকা লাগবে এবং পরিচালনের ব্যয় হবে বৎসরে দশ কোটি টাকা।

● **বয়স্ক শিক্ষা ঃ** বয়স্ক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ রূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, ভারতের মত নিরক্ষর প্রধান দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপযোগিতা সত্ত্বেও এর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বয়স্ক শিক্ষার কোন শ্রেণীতে ২৫ এর বেশী ছাত্র থাকবে না এবং গ্রামোফোন, রেডিও নাচ গান, বাজনা, ছবি, চার্ট ম্যাজিকলণ্ঠন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি দৃশ্য - শ্রাব্য উপকরণের ব্যবহারে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করতে হবে। শিক্ষার অপচয় ও নিরক্ষরতাতে প্রত্যাবর্তনের পথরোধ করার জন্য বহু পুস্তক সম্বলিত গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে।

● **শিক্ষক শিক্ষণ ঃ** সাক্ষরতা সাধন বয়স্ক শিক্ষার উপায় হলেও তার পূর্ণ উদ্দেশ্য নয় বলে নিরক্ষরতার নিরাকরণের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং সাক্ষরতার অনুপাত বৃদ্ধির অনুপাতে তার ব্যবস্থাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রাক বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রতি ৩০ জন, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় কুড়ি জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয় বলে শিক্ষক সংখ্যার বহুল বৃদ্ধির প্রতি সুপারিশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সভার সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষকদের নিয়োগ ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষণ ব্যবস্থা অশিক্ষিত শিক্ষকদের শিক্ষণ বা অপচয় নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে জাতীয় ব্যবস্থায় শিক্ষকের চাহিদা মেটাবার জন্য নূতন ট্রেনিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিক্ষা বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে শিক্ষার নিম্নতর স্তরের জন্য কুড়ি লক্ষ স্নাতক নিম্ন ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য এক লক্ষ আশি হাজার স্নাতক স্তরের শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। স্নাতকদের জন্য এক বৎসরের ও তন্নিম্ন শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য দুই বৎসরের শিক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদের

শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষকদের বেতন ও প্রতিষ্ঠার উন্নতি করতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষের দিকে সমস্ত ছাত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে যাদের শিক্ষকতার উপযোগী বলে মনে হবে তাদের নিম্নতর শ্রেণীতে পড়াবার সুযোগ দিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষিকার প্রয়োজন বেশী বলে বালিকা বিদ্যালয়েই এই কাজে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শিল্প বাণিজ্য শিক্ষকদের এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার শেষ দিকে এভাবে নির্বাচিত করে নিয়ে তাদের নিজ নিজ বিষয় শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষণ - শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রধানতঃ কার্যকরভাবে এবং বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পিত হবে।

ট্রেনিং কলেজে পড়ানোর জন্য বেতন নেওয়া হবে না এবং দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা করা হবে।

পুনঃ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি বলে সর্বস্তরের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য এই ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষকদের গবেষণা ও বিদেশে শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিতে হবে।

● **(৭) স্বাস্থ্য কমিটি গঠন** ঃ ভারতীয় বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার জন্য কেটি কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষার প্রতি স্তরে প্রত্যেক ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকরা বৎসরে দু'বার করে ছাত্রদের উচ্চতা ও ওজন মাপবেন এবং অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করলে ডাক্তারের সামনে স্থাপিত করবেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষাগুলি বিদ্যালয়ে যতদূর সম্ভব অভিভাবকদের সামনে, বিশেষ শিক্ষালব্ধ পাশকরা ডাক্তারের দ্বারা করানো হবে। পরীক্ষার ফল ডাক্তার প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবেন।

সামান্য দোষগুলি যাতে বিদ্যালয়ের মধ্যেই নিরাকৃত হতে পারে তার জন্য রোগ নিবারণ ও চিকিৎসার বিশেষ সরকারী 'ক্লিনিক' থাকা চাই। তাছাড়া অপুষ্টির প্রতিবিধানের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

● **(৮) পরিচালনা ও নির্দেশ (Guidance)** ঃ শিক্ষা সমাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে পরিচালন ও নির্দেশের অভাবে কর্মে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য শিক্ষক বিশেষজ্ঞ ও শিল্পভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে 'ব্যুরো' (Bureau) সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। যে যে স্তরে যে যে ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হবে এই ব্যুরো সেই সেই সময়ে তাদের কর্মে নিযুক্ত হতে সাহায্য করবে। বড় বড় স্কুল কলেজে 'কেরিয়ার মাস্টার' থাকবেন এবং তাঁরা ব্যুরোগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবেন।

● **(৯) প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ** ঃ দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ যারা নিতে পারে না সে সব বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক ও মানসিক (যথা - অন্ধ, বধির,

মূক বধির বা অন্যান্য প্রকারের গভীর বিকলতা, তোৎলামি ইত্যাদি) ত্রুটি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মূক বধির বিদ্যালয় ও অন্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে।

● **(১০) লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ঃ** সমগ্র দেশ ব্যাপী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

● **(১১) যুব আন্দোলন ঃ** সমস্ত যুবক যুবতীদের নিয়ে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা দিতে হবে।

● **(১২) সহ - পাঠক্রমিক কার্যাবলী ঃ** অবসর বিনোদন ও সামাজিক কার্যকলাপকে শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গরূপে গণ্য করা হয়েছে। খেলাধূলা, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, বিতর্ক সভা, দলবদ্ধ ভ্রমণ, নাটক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি শিক্ষার অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

● **সমালোচনা ঃ** সার্জেন্ট পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিকল্পনা বলে অভিহিত করা হয়। এটি জাতীয় শিক্ষার একটি মূল্যবান দলিল। সার্জেন্ট রিপোর্ট বৃটিশ শাসনের অবদান হলেও তাতে পুরাতনের অস্বীকৃতি ও নূতনের সাহসিকতা দেখা যায়।

(১) এর মধ্যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী সবাইকে সর্বস্তরে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি অনুসৃত হয়েছে।

(২) শুধু বিদ্যালয়ের পড়া নয়, দ্বিপ্রাহরিক আহার বই, বৃত্তি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবহার দ্বারা যতদূর সম্ভব সাম্যমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে।

(৩) শিক্ষাকে জীবনের মূল পর্যন্ত বিস্তারিত করে স্বাস্থ্য, চরিত্র, সমাজসেবা, আমোদপ্রমোদ সব কিছুকেই তার অন্তর্গত করা হয়েছে।

(৪) পুস্তক সর্বস্ব একমুখী শিক্ষার বিরোধিতা করা হয়েছে।

(৫) শিক্ষার ধারক ও বাহক শিক্ষক সমাজের প্রাধান্য আর অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

(৬) নার্সারী শিক্ষা থেকে বয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনা, শিশু শিক্ষা, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বহু কথা এতে আছে।

(৭) বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা, তিন বছরের কলেজের শিক্ষা যন্ত্র শিল্প, বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি নানা বিষয়ক শিক্ষার পরিকল্পনা এতে আছে।

● **সমালোচনা ঃ** তথাপি সার্জেন্ট পরিকল্পনার বিরোধী সমালোচনা হয়েছে। দেশ নেতাগণ ৪০ বছর ব্যাপী পরিকল্পনার বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে ১৫ বছরে তার সম্পূর্ণতা পাওয়া উচিত ছিল। শিক্ষক শিক্ষণের জন্য প্রথম থেকেই এত ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই, সোজা পথে শিক্ষক না পাওয়া গেলে সামরিক রীতির বাধ্যতা দ্বারা শিক্ষক সংগ্রহ করা উচিত। কিন্তু ওই সমালোচনা যে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ছিল

না, তা তাঁরাই শাসন ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের অধীনে শিক্ষা বিস্তার দ্রুততর হয়নি।

সার্জেন্ট রিপোর্টে প্রধান দোষ তার আর্থিক ও সাংখ্যিক হিসাবের অবাস্তবতা। যুদ্ধপূর্ব জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে রচিত হিসাব বর্তমান কালে অচল। আদর্শের দিক থেকে সার্জেন্ট রিপোর্টের এই দুর্বলতা ছিল যে, তাতে ইংলন্ড ভিন্ন অন্য কোন দেশের শিক্ষার তুলনামূলক বা আদর্শগত বিচার করা হয়নি।

তবে একথা ঠিক যে সার্জেন্ট রিপোর্টে একটি খসড়া মাত্র দেওয়া হয়েছে, এটি পূর্ণ পরিকল্পনা নয়, পরবর্তী সময়ে সেভাবেই তার ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর ওই মূল খসড়ার অদলবদল করে পূর্ণতর জাতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়, দ্বিশাখা শিক্ষার পরিবর্তে বহুমুখী শিক্ষার আদর্শ প্রবর্তিত হয়।

সার্জেন্ট রিপোর্টে উল্লিখিত ছিল যে ভারতের শিক্ষা সম্প্রসারণ উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রাদেশিক সরকারকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং দুর্বল স্থানীয় সংস্থাগুলির হাতে শিক্ষার দায়িত্ব কোন মতেই রাখা যাবে না।

উডের ডেসপ্যাচের পর এমন একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যপূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনা আর রচিত হয়নি। একটা বিরাট সংকীর্ণতা মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি ভারতের জাতীয় শিক্ষা কাঠামো তৈরী করতে পেরেছেন - এটাই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা Sri Saiydain বলেছেন। It is the first comprehensive scheme of national education."

শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসু বলেছেন, 'এই পরিকল্পনায় আমরা প্রথম শিক্ষা সংস্কারের একটা সর্বাঙ্গীন ছক পেয়েছি। স্বাধীন ও উন্নত ভারতবর্ষে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোটা যে অনেকাংশে এই ছকের অনুরূপ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' স্বাধীন ভারত সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনায় অনেক উপকরণ এই রির্পোট থেকে সংগৃহীত হয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনাটি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধেও কমিটির মূল্যবান সুপারিশ ছিল। এক একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে শিক্ষা পরিকল্পনার এক একটি দিকের বাস্তব রূপায়ন করতে হবে - সার্জেন্টের এ নির্দেশ ছিল।